দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৩ .....

চাকরি ক্ষেত্রে শতকরা ৬০টি পদ সংরক্ষিত থাকলেও

কারিগরি শিক্ষায় নারী সুযোগ পেয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ ॥ তবু এগিয়েছে মেয়েরা

সরদার যোবায়ের হোসেন ॥ দেশে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল ক্যাডার সার্ভিসের ৬০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত থাকলেও কারিগরি শিক্ষালাভে মোট শিক্ষার্থীদের মাঝে মাত্র ৬ শতাংশ নারী সুযোগ পাচ্ছে। কর্মসংস্থান ও শিক্ষালাভের মাঝে এই ভয়াবহ ব্যবধানের অন্যতম কারণ হচ্ছে সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীর মেধা ও সম্ভাবনাকে অবদমিত করে রাখার প্রবণতা। গত কয়েক দশকে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণের বৈষম্য উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও আশানুরূপ নয়। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা অর্জনে দেশের নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ষাটের দশকে সর্বপ্রথম কারিগরি বিদ্যায় (১৪শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চাকরির ক্ষেত্রে

(৩য় পৃঃ পর)

নারীকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ষাটের দশকের গোড়ায় পুরুষের বিপরীতে কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের অনুপাত ছিল ১ঃ৮০। অর্থাৎ মোট ৪০০ জন স্নাতক ডিগ্রী অর্জনকারীর মাঝে নারী ছিলেন মাত্র ৫ জন। বর্তমান সময়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশপাশি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, চারটি বি আইটি এবং তিনটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি বিদ্যায় বিভিন্ন শাখায় স্নাতক ডিগ্রী ঘোষণা করায় পুরুষের বিপরীতে নারীর অনুপাত ১ঃ৭-এ উন্নীত হয়েছে।

প্রকৌশলী সংসদের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পুরুষের অনুপাতে নগর ও গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান ভিত্তিক নারী শিক্ষার বৈশমত্ব ভয়াবহ। ১৫ বৎসরের নীচে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় নগরাঞ্চলে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩২ হাজার, এর বিপরীতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৮ হাজার। স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে নগরাঞ্চলে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২ লক্ষ। বিপরীতক্রমে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৭ হাজার।

গ্রামীণ পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৯ হাজার এর বিপরীতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২ হাজার। স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজার বিপরীত ক্রমে নাকী